115

দৈনিক জনকণ্ঠ

তারিখ ... 10 FEB 1994 ... ...
পৃষ্ঠা ৮ কলাম ২ ...

বাধ্যতামূলক প্রাথমিক শিক্ষা কার্যক্রম

শিক্ষার গুণগতমানের দিকে নজর কম

সমুদ্র হক, *বগুড়া অফিস থেকে*

দেশে বাধ্যতামূলক প্রাথমিক শিক্ষা (সিপিই) কার্যক্রমে পরিমাণগত (অর্থাৎ ছাত্রছাত্রী ভর্তির হার বৃদ্ধিতে) জোর দেয়া হলেও শিক্ষার গুণগতমানের দিকে দৃষ্টি দেয়া হচ্ছে একেবারে কম। প্রাথমিক শিক্ষার কারিকুলাম পরিবর্তন আনার চেষ্টার বাস্তবভিত্তিক যে পাঠক্রম দেয়া হয়েছে তা অনেক শিক্ষক/শিক্ষিকাই জানেন না। বাংলা ভাষা শেখার যে ৪টি দক্ষতা (শোনা, বলা, পড়া ও লেখা)-এর ওপর গুরুত্ব দেয়া হয়েছে তা সঠিকভাবে মেনে চলা হয় না। প্রথম ও দ্বিতীয় শ্রেণীতে সুর, ছন্দ তালের সঙ্গে সরগমভিত্তিক ছড়াগান, শহীদ দিবসের গান, রণসঙ্গীত ও চতুর্থ পঞ্চম শ্রেণীতে (তৃতীয় ও চতুর্থ শ্রেণীর পাঠ্যক্রমসহ) লোক সঙ্গীত, নির্ধারিত দেশাত্মবোধক গান, জাতীয় সঙ্গীত ও একুশের গান সুর তাল লয় ঠিক রেখে শেখানোর কথা থাকলেও কম সংখ্যক স্কুলেই তা শেখানো হয়। বেশিরভাগ স্কুলের সব ছাত্রছাত্রী শহীদ দিবসের 'আমার ভাই -এর রক্তে রাঙ্গানো একুশে ফেব্রুয়ারি.....' গানটির প্রথম ৪ লাইন সঠিকভাবে গাইতে পারে না।

শহরের স্কুলগুলোতে মোটামুটি কারিকুলাম অনুযায়ী প্রাথমিক শিক্ষা দেয়া হলেও গ্রামের বেশিরভাগ সরকারী প্রাথমিক স্কুলের শিক্ষার মান উন্নত নয়। এসব স্কুলে ৬ বছরের উর্ধে বয়সের ছাত্র-ছাত্রীদের ভর্তির চেষ্টা করা হলেও পঞ্চম শ্রেণী পর্যন্ত ধরে রাখা যায় কমই। আবার মেয়ে শিশুদের ভর্তির হারও সন্তোষজনক নয়। বেশিরভাগ গ্রামের স্কুলের ছাত্রছাত্রীরা মেট্রিক পদ্ধতির হিসাব বোঝে না এখনও।

সব জীবজন্তু, পাখি, ফুল-ফলের সাথে পরিচিত করানো হয় কমই। তৃতীয়, চতুর্থ শ্রেণীতে সঠিক উচ্চারণ, নিজের দেখা ঘটনা বলা, সহজে গল্প বলতে পারা, স্বাস্থ্য, সচেতনতা, মৌখিক আদব কায়দা, বিনয়ের সাথে কথা বলা, কবিতা আবৃত্তি ইত্যাদির ওপর পাঠ্যসূচী থাকলেও তা শেখানো হয় কমই। চতুর্থ ও পঞ্চম শ্রেণীতে সংবাদপত্রের সহজ সংবাদ শিরোনাম পড়তে পাড়ার অনুশীলন করার কথা থাকলেও এ দিকটির ওপর একেবারেই গুরুত্ব দেয়া হয় না।

প্রাথমিক শিক্ষা কার্যক্রমে তৃতীয় শ্রেণী থেকে ইংরেজী শিক্ষা শুরু হয়। অথচ দেখা যায় গ্রামের স্কুলগুলোর পঞ্চম শ্রেণীতে পড়া ছাত্রছাত্রী সহজ ইংরেজী শব্দগুলোও পর্যন্ত ঠিকমত পড়তে লিখতে পারে না। পরিবেশ পরিচিতি বই দুই ভাগে ভাগ করা আছে। শিশু যেন তার নিকট পরিবেশের উপাদান ব্যবহার করে পরিবেশকে জানতে ও বুঝতে পারে। এ বিষয়গুলো শেখানো হয় খুব কম। প্রাথমিক স্কুলের শেষ পর্বের ছাত্রছাত্রীদের বেশিরভাগই জানে না তাদের আশপাশের পরিবেশ সংক্রান্ত কোন তথ্য। বিশুদ্ধ বাতাস, বিশুদ্ধ পানির ব্যবহার বিশেষ খাদ্য গুণাগুণ, ভিটামিন সম্পর্কে প্রাথমিক জ্ঞান ইত্যাদি শেখানো হয় সামান্য। স্কুলগুলোতে চারু কারুকলার বিকাশ, খেলাধুলা, শারীরিক শিক্ষার মান খুব নিচে। দেশের মানচিত্র সম্পর্কেও সঠিক ধারণা এবং মানচিত্রের কোথায় কোন জেলা এই প্রাথমিক ধারণাগুলোও দেয়া হয় খুব কম স্কুলেই। মুক্তিযুদ্ধ ভাষা আন্দোলন এ সম্পর্কে জ্ঞান দান করা হয়েছে এমন প্রাথমিক স্কুলের সংখ্যাও হাতেগোনা। প্রতিটি প্রাথমিক স্কুলে জাতীয় পতাকা উত্তোলন ও জাতীয় সঙ্গীত গাওয়া হলেও জাতীয় পতাকার সঠিক রং নক্সার সঠিক অনুপাত ও মাপ জানেন না অনেক শিক্ষকই। এমন কি শুদ্ধভাবে জাতীয় সংগীতের প্রথম দুই অনুচ্ছেদ গাওয়া ও শেখানোর কথা থাকলেও খুব কম সংখ্যক ছাত্রছাত্রীই জাতীয় সঙ্গীতের পূর্ণ দুই অনুচ্ছেদ শুদ্ধ উচ্চারণে ও সঠিক সুরে গাইতে পারে।

দেশের বেশিরভাগ প্রাথমিক স্কুলেই এই বিষয়গুলোর ওপর দৃষ্টি দেয়া হয় খুবই কম। এসব ছোটখাট ও প্রাথমিক শিক্ষার মানের উন্নয়নে সচেতনতা গড়ে তোলা হয়নি।

একজন শিক্ষাবিদ মন্তব্য করেছেন সিপিইতে শুধু ছাত্রছাত্রীর সংখ্যা বৃদ্ধি করলেই চলবে না। পরিমাণগত দিকের পাশাপাশি শিক্ষার গুণগতমান এর দিকেও দৃষ্টি দেয়া প্রয়োজন।